15

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 11 MAR 1997
পৃঃ ১৭ কলাম ২

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য নিয়ে চলছে দুর্নীতি ও অনিয়ম

লক্ষ্মীপুরে প্রাইমারী শিক্ষায় সঙ্কট ॥ উপকরণ ও শিক্ষকের অভাব

লক্ষ্মীপুর, ১০ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— জেলা সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী কক্ষ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক সঙ্কট, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ব্যাপক অনিয়ম ও সুষ্ঠু তদারকির অভাব, পাঠ্যপুস্তক কালো বাজারে বিক্রির অভিযোগসহ নানা কারণে লেখাপড়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

জানা গেছে, লক্ষ্মীপুরের ৪টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩ লাখ ৪৮ হাজার। এদের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৭৬ হাজার প্রায় কোন না কোন স্কুলে লেখাপড়া করছে। ১ লাখ ৭২ হাজার শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া ভর্তি হয়ে যারা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না, অর্থাৎ ড্রপ আউট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৯ শতাংশ। এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এ জরিপেও বিশাল ফাঁক রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ভর্তি রেজিস্ট্রারে এলাকার প্রায় সকল শিশুকে ভর্তি দেখানো হলেও বাস্তবে শিশুদের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ কোন দিনও বিদ্যালয়ে চৌকাঠ মাড়ায় না। ফলে খাতাপত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনিক উপস্থিতি ৬০ থেকে ৮০ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তবে উপস্থিতি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের বেশি হয় না। জেলায় বর্তমানে ৫১২ টি সরকারী, ১৩১ টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনুমোদিত শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ রয়েছে ২ হাজার ৩শ' ১৬। বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ২ হাজার ২শ' ১৬ জন। প্রধান শিক্ষকসহ ১শ' শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া রামগতি ও রায়পুর থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার রায়পুর থানায় ১ জন, সদর থানায় ২ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী থানা শিক্ষা সহকারী মনিটরিং অফিসারসহ কয়েকজন কেরানির পদ দীর্ঘ দিন যাবত শূন্য রয়েছে।

জেলায় ৩৮টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বিল্ডিংয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাত্র ৫০০ টাকা হারে বেতন দেয়া হচ্ছে।

অপরদিকে জেলার ৪৮টি ইউনিয়নের (পৌরসভাসহ) মধ্যে মাত্র ১৫টি ইউনিয়নের ২ হাজার ২ শ' ৩টি সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়কে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। এসব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৬শ' ১০ জন। এর মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৪৮ হাজার ২শ ৩০ জন। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার ৭শ' ৮১ জন। সুবিধাভোগী একক পরিবারের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৫শ' ৯২। একাধিক শিশু পরিবারের সংখ্যা ১ হাজার ৫শ' ৩৭।

উল্লেখ্য, এদের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হলেও সুবিধা ভোগ করতে পারছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতিদিন অভিযোগ আসছে উক্ত কর্মসূচীর চাল-গম আত্মসাতের। জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে থানা নির্বাহী অফিসার, জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো, থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে বহু অভিযোগ স্তূপ হয়ে রয়েছে। কর্মসূচীর গম-চাল বিতরণ নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বন্দ্ব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে পড়েছে। বেশ ক'টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগে মামলাও রুজু হয়েছে।